দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 18 DEC 2005
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৬

এক্সটেনশনপ্রাপ্ত শিক্ষকবৃন্দের ফরিয়াদ

ইংরেজি, সাধারণ গণিত, পদার্থ ও রসায়ন বিশেষ করে ইংরেজি বিষয়ে অভিজ্ঞ বহু শিক্ষককে চুক্তিভিত্তিক এক্সটেনশন দেয়া হয়েছে। ইংরজিতে অভিজ্ঞ শিক্ষকদের ঘাটতি রোধে সরকার উদারভাবে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ৩-৩-২০০২ তারিখের ওএম/৭২-ম/২০০২/১৭২০ম সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট সকলকে সরকার অবহিত করেছেন এবং বেতন প্রদানে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। জারিকৃত প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কমিটি কর্তৃক ওই বিষয়ের শিক্ষকদের এক্সটেনশন অনুমোদনের সুপারিশ জানিয়ে জেলা শিক্ষা অফিসারের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ডে দাখিলান্তে যোগ্যতা যাচাই-বাছাই, স্বাস্থ্য পরীক্ষা ইত্যাদি শেষে বিজ্ঞ শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ যাঁদের যোগ্য মনে করেছেন তাঁদের প্রয়োজনীয় প্রমাণপত্রসহ চুক্তিপত্র সরকারি বেতনাংশ প্রাপ্ততার লক্ষ্যে সুপারিশ জানিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে/মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, ঢাকা সমীপে প্রেরণ করেছেন। এক্সটেনশনপ্রাপ্ত শিক্ষকবৃন্দ যথারীতি চাকরিতে বহাল থেকে শ্রম দিয়ে চলেছেন; কিন্তু তাঁরা সরকারি বেতনাংশ পাচ্ছেন না। কোনো সময়ে সংশ্লিষ্ট অফিসে যোগাযোগ করে জানা যায়, ফাইলপত্র বিবেচনার জন্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পড়ে আছে। আবার কোনো সময় জানা যায়, তাঁদের বেতন দেয়া হবে না। যদি এক্সটেনশনপ্রাপ্ত প্রবীণ ও অভিজ্ঞ শিক্ষকদের প্রাপ্য সরকারি বেতনাংশ না দেয়া হয়, তাহলে আমার মতে, তাঁদের প্রতি চরম অবিচার করা হবে। আমার ধারণায়, এক্সটেনশনপ্রাপ্ত শিক্ষকবৃন্দ নিশ্চয়ই দক্ষ, অভিজ্ঞ এবং শিক্ষাদানে নিবেদিতপ্রাণ।

সরকার প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে এক্সটেনশন বন্ধ করার পূর্ব পর্যন্ত যাঁরা এক্সটেনশনের চাকরি করে যাচ্ছেন তাঁরা বেতন পাওয়ার দাবিদার। তাঁদের এ দাবিকে অবমাননা করার অর্থই প্রবীণ নিবেদিত প্রাণ শিক্ষকদের অবজ্ঞা করা। আর তা সার্বিক বিবেচনায় শিক্ষক ও শিক্ষাকে অবমূল্যায়নই বুঝায়। তাই সদাশয় সরকারের কাছে বিনীত আবেদন এই যে, এক্সটেনশনপ্রাপ্ত শিক্ষকদের সরকারি বেতনের অংশ দেয়া হোক।

মোঃ শহীদুল্লাহ,
চুক্তিভিত্তিক এক্সটেনশনপ্রাপ্ত,
প্রধানশিক্ষক (ইংরেজি), নতুন খয়েরতলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, যশোর।